মুদ্রার অপর পিঠ – ৩

মোরালিটি, পাপ ও পাপ-মোচন

বিষয় দুটোকে আস্তিক ও নাস্তিকদের স্ব-স্ব কার্যকলাপ দিয়ে বিচার না করে বরং লজিক্যাল ভিউপয়েন্ট থেকেই দেখা উচিৎ বলে মনে করি।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকা মানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব না থাকা। কেন ও কীভাবে থাকবে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া প্রত্যেকেই একেকজন স্বঘোষিত গড! তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে কে কার কথা শুনবে? মানুষকে হত্যা করা অন্যায় হবে কেন? ধর্ষণ করা অন্যায় হবে কেন? কে এই 'অন্যায়' ডিফাইন করবে, যেহেতু সবায় গড? নাস্তিকরা হয়তো বলতে পারেন, তারা (নাস্তিকরা) ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও তো নির্বিচারে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, হত্যাকান্ড ইত্যাদি চালাচ্ছে না! ওয়েল, এর উত্তর সহজেই দেওয়া সম্ভব :

- তারা কেন অন্যায় ও হত্যাকান্ড চালাচ্ছে না? সমস্যাটা কোথায়?
- প্রত্যেকেই নাস্তিক হয় ম্যাচিউরড্ ও জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর। ফলে তার আগেই সমাজ থেকে মোরালিটির উপর কিছু শিক্ষা তারা পেয়ে থাকে। তাছাড়া নাস্তিকতা এখন পর্যন্তও শুধুমাত্র সমাজের উপর তলার উচ্চ-শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাদের প্রায় সকলেই ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর। সুতরাং তারা কীভাবে অন্যায় করবে? অন্যায় করার মতো তাদের 'রুম'-ই বা কোথায়? আস্তিকতার মত নাস্তিকতাও সাধারণ জনগণ ও রাজনীতিবিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে দূর্নিতির পরিমান বেড়ে যেতেও পারে।
- নাস্তিকরা চাইলেই কি অন্যায় করতে পারবে? জেল-হাজত ও গণপিটুনির ভয় সহ প্রেস্টিজ ইসু আছে না? রিচার্ড ডকিন্স (Say) যদি চুরি-ধর্ষণ করতে যেয়ে ধরা পরে পুলিশের লাঠি-পেটা অথবা গণপিটুনি খেয়ে জেলে যায় তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে!
- এ পর্যন্ত যে ক'জন নাস্তিক (গড) হাতে ক্ষমতা পেয়েছেন তাদের জনগণের উপর টর্চার ও হত্যাকান্ডের সিনারিও মোটামুটি সকলেরই জানা। যেমন : কার্ল মার্ক্স, লেনিন, স্টেলিন, মাও-সে-তুং, পল পট প্রমুখরা প্রত্যেকেই একেক জন গড ছিলেন এবং তারা ঈশ্বর ও ধর্মকে সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায়ও করতে চেয়েছিলেন। ফলাফল সবারই জানা! মিলিয়ন-মিলিয়ন মানুষের হত্যাকান্ডের নায়ক তারা! উদাহরণ : কমিউনিজম, ফ্যাসিজম ইত্যাদি। কেহ কেহ বলে হিটলারও নাকি একজন নাস্তিক ছিলেন (নিদেনপক্ষে ধর্মে অবিশ্বাসী বা হিপক্রেট)। যে কেহ গুগল সার্চ দিয়ে যাচায় করতে পারেন। মাত্র ৫-৬ জন নাস্তিক হাতে ক্ষমতা পেয়ে প্রায় ২৫০-৩০০ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে! শুধু তাই নয়, অনেক রিলিজিয়াস সিম্বলও ধ্বংস করা হয়েছে!

যদি প্রশ্ন করা হয় *'পাপ ও পাপ-মোচন লজিক্যাল কি না'* - উত্তর হবে অবশ্যই লজিক্যাল। মানুষ ভুল না করে কখনও শিখতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে মানুষ যেমন ভুল করে, তেমনি আবার প্রতি মুহূর্তেই সেই ভুল থেকে একটু একটু করে শিক্ষা নিয়ে এগোয়। বিষয়টা কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রসেস। ধরা যাক, একটি শিশু বাচ্চা অন্যায় করলো। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা প্রতি মুহূর্তেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অন্যায় বা ভুল করে। এবার তার বাবা-মা যদি তাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা না করে, সেক্ষেত্রে সেই শিশুটি কীভাবে এগোবে? কীভাবে বড় হবে? শিশু বাচ্চাকে ক্ষমা করে না দেওয়াটাই কি অন্যায় নয়? সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাপ মোচনের আইডিয়া ছাড়া মানুষ একদমই চলতে অক্ষম। শিশু বাচ্চাদের কাছে যেমন তাদের বাবা-মা, বড়দের কাছে তেমনি ঈশ্বর। অর্থাৎ বড়'রা ভুলবশত অন্যায় করার পর ঈশ্বরের কাছে সেই অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারেন

এই বলে যে, তারা সেই অন্যায় আর দ্বিতীয়বার করবে না। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এ এক ধরনের মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন। এভাবে তারা নিজেদের প্রতি মুহুর্তে রিফর্ম বা আপডেট করতে পারে। বিষয়টিকে এক ধরনের ট্রায়াল-এন্ড-এরর (Trial-and-error) মেথডও বলা যেতে পারে। আর ফাইনাল জাজ্‌মেন্টের জন্য প্রকৃত আস্তিকদের কিন্তু ঈশ্বরকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনই পথ নেই! তার মানে, আস্তিকরা নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে মেনে চলছে। তবে এই র‍্যাশনাল প্রসেস'কে কেহ কেহ অপব্যবহারও করতে পারে। আগেই বলেছি, এই লেখার উদ্দেশ্য তাদের নিয়ে নয়। *কারণ রিলেটিভিটি থিওরির কেহ অপব্যবহার করলে তার জন্য রিলেটিভিটি থিওরিকে দায়ী করা যাবে না নিশ্চয়!*

এবার নাস্তিকদের ক্ষেত্রে আসা যাক। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তারা শিশু বাচ্চাদের ক্ষমা করেন কি না? যদি করে থাকেন, কেন? কোন্ ব্যাসিসে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, চুরি-ডাকাতি-হত্যা-ধর্ষণ বা যে কোন অন্যায় করার পর নিজের বিবেক'কে তারা কীভাবে ক্ষমা করেন? 'বিবেক' কি কথা বলতে পারে? নিজের বিবেকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর সেই 'বিবেক' ক্ষমা করে দিলো কি না তারই বা প্রমাণ কি? যদি ক্ষমা না করে তাহলে কী হবে? তাছাড়া নিজেকে নিজে ক্ষমা করে দিলেই কি চুরি-ডাকাতি-হত্যা-ধর্ষণের বিচার হয়ে যাবে? এমন যদি হয় যে, পৃথিবীতে কোন পুলিশ, আদালত ও বিচার ব্যবস্থা নেই। সেক্ষেত্রে একজন নাস্তিক তো প্রতি মুহুর্তে চুরি-ডাকাতি-হত্যা-ধর্ষণ করবে আবার প্রতি মুহুর্তে নিজেই নিজের বিবেক'কে ক্ষমা করে দেবে! ধরা যাক, একজন নাস্তিক ১০ জন মানুষকে হত্যা করলো। এক্ষেত্রে সে তার হত্যার বিচার নিজে নিজে কীভাবে করবে? সে কি নিজেকে দশবার হত্যা করতে পারবে? সে কি দশজন মানুষকে আবার জীবিত করতে পারবে? অসম্ভব! তাহলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে কি কোনভাবে ভ্যায়োলেট করা হচ্ছে না?

একজন আস্তিক অন্যায় করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেও ঈশ্বর তাকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করে দিলেন কি না সে বিষয়ে কিন্তু কোন গ্যারান্টি নেই! ফলে দ্বিতীয়বার অন্যায় করা থেকে সে নিঃসন্দেহে সতর্ক থাকবে। কিন্তু একজন নাস্তিক যেহেতু নিজেই নিজেকে ক্ষমা করে দিচ্ছে, সেহেতু সে বিষয়ে তার মনে কোনই সন্দেহ থাকছে না! ফলে সে পুনঃ পুনঃ যেমন অন্যায় করবে, তেমনি আবার পুনঃ পুনঃ নিজেকে ক্ষমাও করে দেবে! তাছাড়া নিজেই নিজেকে ক্ষমা করে দেওয়া এক ধরনের ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়! আস্তিকরা তবুও পাপ করে কষ্ট করে হলেও মক্কা-মদিনা-জেরুজালেম-গয়া-কাশি-বৃন্দাবন যায় পাপ মোচনের জন্য (যদিও কোন গ্যারান্টি নেই!)। কিন্তু নাস্তিকরা এক্ষেত্রে সুবিধাবাজ! তারা বার-বার পাপ করে ঘরে বসে নিজেই নিজের বিবেক'কে ক্ষমা করে দিতে চায়! তারা কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চায় না! অর্থাৎ তারা অপরাধের শাস্তিকে এড়িয়ে যেতে চায়!

আরো মজার কাহিনী হচ্ছে, নাস্তিকদের নাকি আত্মা(Soul)-ই নেই! আর আত্মা না থাকলে বিবেক বা বিবেকের তাড়না-ই বা আসে কোথা থেকে সেটাও একটা প্রশ্ন! আত্মার মতো তাহলে বিবেকও কি এক ধরনের গায়েবী বা অন্ধ-বিশ্বাস? বেশ ইন্টারেষ্টিং!

যাহোক, 'পাপ ও পাপ-মোচন' যে একটি র‍্যাশনাল ও লজিক্যাল প্রসেস তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুনশ্চ : আস্তিকদের দ্বারা হত্যাকান্ডের সিনারিও সবারই জানা এবং অনেকের লেখাতে তা হর-হামেশাই দেখা যায়। ফলে এ বিষয়ে নতুন করে লিখার কিছু নেই।